১৯ আগস্ট মধ্যে ৪১ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ

ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট

প্রকাশ : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:০০

প্রতীকী ছবি (সংগৃহীত)

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশপর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। চূড়ান্ত সুপারিশ করতে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার অনুমোদন দিলে আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) অথবা আগামীকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ৪১ হাজারের কিছু বেশি শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হতে পারে। গতকাল রোববার রাতে এনটিআরসিএর সংশ্লিষ্ট দুজন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, পুলিশ ভেরিফিকেশন চলমান রেখে ৪১ হাজারের বেশি প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করতে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে এনটিআরসিএ। সংস্থাটির চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম রোববার আবেদন নিয়ে মন্ত্রণালয়ে যান। এরই মধ্যে শিক্ষা সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মো. মজিবর রহমান আবেদনে অনুমোদন দিয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্যমতে, সোমবার (১৮ আগস্ট) শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তরে ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তির সুপারিশের ফাইল উঠবে। উপদেষ্টার অনুমোদন পেলে সোমবারই সুপারিশ করা হতে পারে। তবে অনুমোদন পেতে বিলম্ব হলে সুপারিশ এক দিন পিছিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মঙ্গলবার সুপারিশ করা হবে।

ক্লাসরুম পাঠদান শিক্ষক

জানতে চাইলে এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান মো. আমিনুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, ৪১ হাজারের বেশি প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। সচিবের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। খুব দ্রুতই নিয়োগ সুপারিশ করা হবে।

গত ১৬ জুন এক লাখেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগের ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এনটিআরসিএ। এ গণবিজ্ঞপ্তিতে আবেদনগ্রহণ শুরু হয় ২২ জুন, যা চলে ১০ জুলাই রাত ১২টা পর্যন্ত। আবেদন ফি জমা দেওয়ার শেষ সময় নির্ধারণ করা ছিল ১৩ জুলাই রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

এনটিআরসিএ সূত্রে জানা গেছে, ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে ৫৭ হাজারের বেশি প্রার্থী আবেদন করেছেন। অথচ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট এক লাখ ৮২২টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

এরমধ্যে স্কুল ও কলেজে রয়েছে ৪৬ হাজার ২১১টি, মাদরাসায় ৫৩ হাজার ৫০১টি। কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানে এক হাজার ১১০টি পদ ফাঁকা। সে হিসাবে প্রায় অর্ধেকের মতো পদ ফাঁকাই থেকে যাবে।

তথ্যসূত্র: জাগো নিউজ